

নবম অধ্যায়

মোহিনীমূর্তিরূপে ভগবানের অবতার

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে সমস্ত অসুরেরা মোহিনীমূর্তির সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁকে অমৃতভাণ্ড প্রদান করতে সম্মত হয়েছিল, এবং তিনি তখন দৈত্যদের বঞ্চনা করে দেবতাদের তা প্রদান করেছিলেন।

অসুরেরা যখন অমৃতভাণ্ড নিয়ে কলহ করছিল, তখন এক পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীমূর্তি তাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। সমস্ত অসুরেরা সেই যুবতীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অসুরেরা যেহেতু অমৃত নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ করছিল, তাই তারা সেই সুন্দরী রমণীকে মধ্যস্থতা করে, তাদের বিবাদের মীমাংসা করার জন্য মনোনীত করে। তাদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভগবানের অবতার মোহিনী অসুরদের অঙ্গীকার করালেন যে, তিনি যা বিচার করবেন, তারা যেন তাই মেনে নেয়। অসুরেরা যখন সেই প্রতিজ্ঞা করে, তখন মোহিনীমূর্তি অমৃত বিতরণ করার জন্য দেবতা এবং দানবদের পৃথক পঙ্ক্তিতে উপবেশন করান। তিনি জানতেন, অসুরেরা অমৃত পানের অযোগ্য। তাই তাদের বঞ্চনা করে দেবতাদের মধ্যেই সমস্ত অমৃত বিতরণ করে দেন। দানবেরা যখন দেখল, মোহিনীমূর্তি তাদের প্রতারণা করছে, তখন ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তারা মৌন হয়েছিল। কিন্তু রাহু নামক একটি দৈত্য দেবতাদের বেশ ধারণ করে দেবতাদের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে উপবেশন করে। সে সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝখানে বসেছিল। ভগবান যখন বুঝতে পারলেন কিভাবে রাহু প্রতারণা করছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দৈত্যের মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু রাহু ইতিমধ্যে অমৃত পান করার ফলে, মস্তক ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তার মৃত্যু হল না। দেবতাদের অমৃতপান শেষ হলে, ভগবান তাঁর নিজের রূপ গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানের পবিত্র নাম, লীলা এবং পরিকরের মহিমা কীর্তন যে কত শক্তিশালী, সেই কথা শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তেহন্যো ন্যাতোহসুরাঃ পাত্রং হরন্ত্যন্ত্যক্তসৌহদাঃ ।

ক্ষিপন্তো দস্যুধর্মাণাং আয়াস্তীং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; তে—অসুরেরা; অন্যো ন্যাতঃ—পরস্পর; অসুরাঃ—অসুরেরা; পাত্রম্—অমৃতভাণ্ড; হরন্তঃ—একে অপরের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে; ত্যক্ত-সৌহদাঃ—পরস্পরের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে; ক্ষিপন্তঃ—কখন নিষ্ক্ষেপ করে; দস্যু-ধর্মাণঃ—দস্যুর মতো কখনও ছিনিয়ে নিয়ে; আয়াস্তীম্—অভিमुखে আগত; দদৃশুঃ—দর্শন করেছিল; স্ত্রিয়ম্—এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর অসুরেরা পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিল। তারা পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য পরিত্যাগ করে অমৃতভাণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং নিষ্ক্ষেপ করেছিল। তখন তারা দেখল যে, এক পরমা সুন্দরী যুবতী তাদের দিকে আসছে।

শ্লোক ২

অহো রূপমহো ধাম অহো অস্যা নবং বয়ঃ ।

ইতি তে তামভিদ্ধৃত্য পপ্রচ্ছুর্জাতহৃচ্ছয়াঃ ॥ ২ ॥

অহো—কি আশ্চর্যজনক; রূপম্—তাঁর সৌন্দর্য; অহো—কি অপূর্ব; ধাম—তাঁর অঙ্গকান্তি; অহো—কি অপূর্ব; অস্যাঃ—তাঁর; নবম্—নবীন; বয়ঃ—বয়স; ইতি—এইভাবে; তে—সেই অসুরেরা; তাম্—সেই সুন্দরী রমণীকে; অভিদ্ধৃত্য—দ্রুতগতিতে তাঁর কাছে এসে; পপ্রচ্ছুঃ—জিজ্ঞাসা করেছিল; জাত-হৃচ্ছয়াঃ—তাঁকে উপভোগ করার জন্য কামপূর্ণ হৃদয়ে।

অনুবাদ

সেই পরমা সুন্দরী যুবতীকে দর্শন করে অসুরেরা বলেছিল, “আহা এর সৌন্দর্য কি অপূর্ব, এর অঙ্গকান্তি কি অদ্ভুত, এর যৌবন কি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত!”

এই কথা বলতে বলতে তারা তাঁকে উপভোগ করার বাসনায় কামার্ত হয়ে, তাঁর প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিল এবং তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৩

কা ত্বং কঙ্কপলাশাক্ষি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি ।

কস্যাসি বদ বামোরু মথুতীব মনাংসি নঃ ॥ ৩ ॥

কা—কে; ত্বম্—তুমি; কঙ্ক-পলাশ-অক্ষি—পদ্মপলাশ-লোচনা; কুতঃ—কোথা থেকে; বা—অথবা; কিম্ চিকীর্ষসি—কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ; কস্য—কার; অসি—পত্নী; বদ—বল; বাম-উরু—মনোরম উরু-যুগলশালিনী; মথুতী—বিস্কুদ্ধ করে; ইব—সদৃশ; মনাংসি—আমাদের চিন্তা; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

হে সুন্দরী! হে পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এসেছ? কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি কার? হে অপূর্বসুন্দর উরুশালিনী, তোমাকে দর্শন করা মাত্র আমাদের মন বিস্কুদ্ধ হচ্ছে।

তাৎপর্য

অসুরেরা সেই অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “তুমি কার?” নারীকে বিবাহের পূর্বে তার পিতার, বিবাহের পর তার পতির, এবং বৃদ্ধাবস্থায় তার উপযুক্ত পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকা কর্তব্য। এই প্রশ্ন সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, “তুমি কার?” বলতে “তুমি কার কন্যা?” বোঝানো হয়েছে। যেহেতু অসুরেরা বুঝতে পেরেছিল যে, সেই সুন্দরী যুবতীটি অবিবাহিতা ছিলেন, তাই তারা প্রত্যেকেই তাঁকে বিবাহ করতে বাসনা করেছিল। তাই তারা প্রশ্ন করেছিল, “তুমি কার কন্যা?”

শ্লোক ৪

ন বয়ং ত্বামরৈর্দৈত্যৈঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ ।

নাম্পৃষ্টপূর্বাং জানীমো লোকেশৈশ্চ কুতো নৃভিঃ ॥ ৪ ॥

ন—নয়; বয়ম্—আমরা; ত্বা—তোমাকে; অমরৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; দৈত্যৈঃ—দৈত্যদের দ্বারা; সিদ্ধ—সিদ্ধদের দ্বারা; গন্ধর্ব—গন্ধর্বদের দ্বারা; চারণৈঃ—এবং চারণদের দ্বারা; ন—না; অস্পৃষ্ট-পূর্বাম্—কেউ উপভোগ করেনি অথবা স্পর্শ করেনি; জানীমঃ—আমরা স্পষ্টভাবে জানি; লোক-ঈশৈঃ—ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকপালদের দ্বারা; চ—ও; কুতঃ—কি কথা; নৃভিঃ—মানুষদের দ্বারা।

অনুবাদ

মানুষদের কি কথা, দেবতা, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ, এবং লোকপাল প্রজাপতিরাও তোমাকে স্পর্শ করেনি। এমন নয় যে আমরা তোমার পরিচয় জানি না।

তাৎপর্য

কোন বিবাহিতা স্ত্রীকে যে কামবাসনা যুক্ত হয়ে সম্বোধন করা উচিত নয়, সেই শিষ্টাচার অসুরেরা পর্যন্ত পালন করে। মহান নীতিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, মাতৃবৎ পরদারেষু—অন্যের স্ত্রীকে মায়ের মতো বলে মনে করা উচিত। অসুরেরা নিশ্চিত ছিল যে, তাদের সম্মুখে আগতা সেই সুন্দরী যুবতী মোহিনীমূর্তি অবিবাহিতা ছিলেন। তাই তারা অনুমান করেছিল যে, দেবতা, গন্ধর্ব, চারণ, সিদ্ধ আদি কেউই তাঁকে পূর্বে স্পর্শ করেনি। অসুরেরা জানত যে, সেই যুবতীটি ছিলেন অবিবাহিতা, এবং তাই তারা তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করার সাহস করেছিল। তারা মনে করেছিল যে, সেই যুবতী কন্যা মোহিনীমূর্তি তাদের মধ্যে থেকে পতি মনোনয়ন করার জন্য সেখানে এসেছিলেন।

শ্লোক ৫

নুনং ত্বং বিধিনা সুভ্রুং প্রেষিতাসি শরীরিণাম্ ।

সর্বৈন্দ্রিয়মনঃপ্রীতিং বিধাতুং সম্ব্রণেন কিম্ ॥ ৫ ॥

নুনম্—বস্তুতপক্ষে; ত্বম্—তুমি; বিধিনা—বিধাতার দ্বারা; সু-ভ্রুং—সুন্দর ভ্রূ সমন্বিতা; প্রেষিতা—প্রেমিতা; অসি—তুমি হও; শরীরিণাম্—সমস্ত দেহধারী জীবের; সর্ব—সমস্ত; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের; মনঃ—এবং মনের; প্রীতিম্—প্রীতিজনক; বিধাতুম্—প্রদান করার জন্য; সম্ব্রণেন—তোমার অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; কিম্—কি।

অনুবাদ

হে সুন্দর জশালিনী, বিধাতা নিশ্চয়ই কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের প্রীতি উৎপাদনের জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছেন। তাই নয় কি?

শ্লোক ৬

সা ত্বং নঃ স্পর্ধমানানামেকবস্তুনি মানিনি ।

জ্ঞাতীনাং বদ্ধবৈরাগাং শং বিধৎস্ব সুমধ্যমে ॥ ৬ ॥

সা—তুমি যেমন; ত্বম্—তুমি; নঃ—আমাদের; স্পর্ধমানানাম্—যারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত বৈরী ভাবাপন্ন হয়েছি; এক-বস্তুনি—একটি বস্তু সম্পর্কে (অমৃতভাণ্ড); মানিনি—হে প্রশংসনীয় সুন্দরী; জ্ঞাতীনাম্—আত্মীয়দের মধ্যে; বদ্ধ-বৈরাগাম্—শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে; শম্—কল্যাণ; বিধৎস্ব—সম্পাদন কর; সু-মধ্যমে—হে সুমধ্যমে।

অনুবাদ

হে সুমধ্যমে, হে সুন্দরী, আমরা একটি বস্তু অর্থাৎ অমৃতভাণ্ড নিয়ে পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছি। আমরা এক কূলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পরস্পর বিবাদ করে শত্রু হয়ে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাদের এই বিবাদের সমাধান কর।

তাৎপর্য

অসুরেরা বুঝতে পেরেছিল যে, সেই সুন্দরী রমণী তাদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তাই তাদের সেই বিবাদের মীমাংসা করার জন্য তারা সমবেতভাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিল।

শ্লোক ৭

বয়ং কশ্যপদায়াদা ভ্রাতরঃ কৃতপৌরুষাঃ ।

বিভজস্ব যথান্যায়ং নৈব ভেদো যথা ভবেৎ ॥ ৭ ॥

বয়ম্—আমরা সকলে; কশ্যপ-দায়াদাঃ—কশ্যপ মুনির বংশধর; ভ্রাতরঃ—আমরা সকলে ভ্রাতা; কৃত-পৌরুষাঃ—আমরা সকলেই সমর্থ এবং দক্ষ; বিভজস্ব—ভাগ করে দাও; যথান্যায়ম্—ন্যায় অনুসারে; ন—না; এব—নিশ্চিতভাবে; ভেদঃ—পক্ষপাত; যথা—যেমন; ভবেৎ—হওয়া উচিত।

অনুবাদ

দেবতা এবং দানব, আমরা সকলেই প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান এবং তার ফলে আমরা ভ্রাতারূপে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু এখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে নিজেদের পৌরুষ প্রদর্শন করছি। তাই আমরা তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাদের মধ্যে এই অমৃত সমানভাবে বিতরণ করে তুমি আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা করে দাও।

শ্লোক ৮

ইতুপামদ্বিতো দৈতৈর্যায়োষিষ্পুহরিঃ ।

প্রহস্য রুচিরাপাঙ্গৈনিরীক্ষমিদমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

ইতি—এইভাবে; উপামদ্বিতঃ—অভ্যর্থিত হয়ে; দৈতৈঃ—দৈত্যদের দ্বারা; মায়ো-
যোষিৎ—মায়া রচিত মোহিনীমূর্তি; বপুঃ হরিঃ—ভগবানের অবতার; প্রহস্য—হেসে;
রুচির—অত্যন্ত সুন্দরভাবে; অপাঙ্গৈঃ—মনোহর কটাক্ষের দ্বারা; নিরীক্ষণ—তাদের
প্রতি দৃষ্টিপাত করে; ইদম্—এই কথা; অব্রবীৎ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে দৈত্যদের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়ে মায়া রচিত মোহিনীমূর্তি ধারণকারী
ভগবান হাস্য সহকারে মনোহর কটাক্ষে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলতে
লাগলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

কথং কশ্যপদায়াদাঃ পুংশ্চল্যাং ময়ি সঙ্গতাঃ ।

বিশ্বাসং পণ্ডিতো জাতু কামিনীষু ন যাতি হি ॥ ৯ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান বললেন; কথম্—কিভাবে; কশ্যপ-
দায়াদাঃ—কশ্যপ মুনির বংশধরগণ; পুংশ্চল্যাম্—পুরুষের মন বিচলনকারী
বেশ্যাকে; ময়ি—আমাকে; সঙ্গতাঃ—আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছে; বিশ্বাসম্—বিশ্বাস;
পণ্ডিতঃ—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ; জাতু—কখনও; কামিনীষু—রমণীকে; ন—কখনই না;
যাতি—হয়; হি—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান অসুরদের বললেন—হে কশ্যপ-তনয়গণ, আমি একটি বেশ্যা। আপনারা আমাকে এইভাবে বিশ্বাস করছেন কেন? বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও রমণীকে বিশ্বাস করেন না।

তাৎপর্য

মহান রাজনীতিজ্ঞ এবং নৈতিক উপদেষ্টা চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, বিশ্বাসো নৈব কৰ্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ—“কখনও স্ত্রী এবং রাজনীতিবিদকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।” এইভাবে মোহিনীমূর্তিধারী ভগবান অসুরদের সাবধান করে দিয়েছিলেন তাকে বিশ্বাস না করতে, কারণ তিনি তাদের বঞ্চনা করার জন্য সেই পরমা সুন্দরী রমণীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরোক্ষভাবে সেখানে তাঁর আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তিনি কশ্যপ-তনয়দের বলেছিলেন, “আপনারা সকলেই এক-একজন মহান ঋষির পুত্র, তা হলে আপনারা কেন বেশ্যার মতো ইতস্তত বিচরণকারী একজন অরক্ষণীয় রমণীকে এইভাবে বিশ্বাস করছেন? স্ত্রীলোকদের সাধারণত বিশ্বাস করা উচিত নয়, অতএব একজন বেশ্যার মতো ইতস্তত বিচরণকারী রমণীর কি কথা?” এই সম্পর্কে কামিনী শব্দটি মাহাত্ম্যপূর্ণ। স্ত্রী, বিশেষ করে সুন্দরী যুবতী মানুষের সুপ্ত কামবাসনা জাগ্রত করে। তাই মনুসংহিতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নারী হয় তার পিতার দ্বারা, পতির দ্বারা অথবা তার উপযুক্ত পুত্রের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া উচিত। এইভাবে সুরক্ষিত না হলে তারা প্রতারিত হবে। বস্তুতপক্ষে স্ত্রীলোকেরা চায় যে পুরুষেরা তাদের ভোগ করুক। কোন স্ত্রী যখন পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হয়, তখন সে বেশ্যায় পরিণত হয়। মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১০

সালাব্কাণাং স্ত্রীণাং চ স্বেরিণীনাং সুরদ্বিষঃ ।

সখ্যান্যাহরনিত্যানি নৃত্নং নৃত্নং বিচিহ্নতাম্ ॥ ১০ ॥

সালাব্কাণাম্—বানর, শৃগাল এবং কুকুরের; স্ত্রীণাম্ চ—এবং রমণীদের; স্বেরিণীনাম্—বিশেষ করে যে সমস্ত রমণী স্বেচ্ছাচারিণী; সুরদ্বিষঃ—হে অসুরগণ; সখ্যানি—বন্ধুত্ব; আহঃ—বলা হয়; অনিত্যানি—ক্ষণস্থায়ী; নৃত্নম্—নতুন বন্ধু; নৃত্নম্—নতুন বন্ধু; বিচিহ্নতাম্—তাঁরা সকলে চিন্তা করেন।

অনুবাদ

হে অসুরগণ, বানর, শৃগাল এবং কুকুরদের যৌন সম্পর্কের যেমন কোন স্থিরতা নেই এবং তারা প্রতিদিন নতুন নতুন সঙ্গিনীর অন্বেষণ করে, স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীলোকেরাও তেমন। এই প্রকার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব কখনও স্থায়ী হয় না। সেটিই পণ্ডিতদের মত।

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তে ক্ষেলিতৈস্তস্যা আশ্বস্তমনসোহসুরাঃ ।
জহসুর্ভাবগন্তীরং দদুশ্চামৃতভাজনম্ ॥ ১১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; তে—সেই অসুরেরা; ক্ষেলিতৈঃ—পরিহাস বাক্য; তস্যাঃ—মোহিনীমূর্তির; আশ্বস্ত—কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বাস সহকারে; মনসঃ—তাদের চিন্তা; অসুরাঃ—সমস্ত অসুরেরা; জহসুঃ—হেসেছিল; ভাব-গন্তীরম্—যদিও পূর্ণরূপে গন্তীরভাব অবলম্বন করেছিল; দদুঃ—প্রদান করেছিল; চ—ও; অমৃত-ভাজনম্—অমৃতভাণ্ড।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মোহিনীমূর্তির এই প্রকার পরিহাস বাক্য শ্রবণ করে সমস্ত অসুরেরা আশ্বস্ত হয়েছিল, এবং গন্তীরভাবে হেসে তারা সেই অমৃতভাণ্ড তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিল।

তাৎপর্য

মোহিনীরূপধারী ভগবান অবশ্যই পরিহাস করছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি গন্তীরভাবে সেই কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু অসুরেরা মোহিনীমূর্তির অঙ্গসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে, তাঁর বাক্যকে পরিহাস বলে মনে করে তাঁর হস্তে অমৃতভাণ্ড সমর্পণ করেছিল। মোহিনীমূর্তি সেই দিক দিয়ে অনেকটা বুদ্ধদেবের মতো, যিনি সন্মোহায় সুরদ্বিষাম্—অসুরদের সন্মোহন করার জন্য এসেছিলেন। সুরদ্বিষাম্ শব্দটির অর্থ দেবতা বা ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। ভগবান কখনও কখনও অসুরদের প্রতারণা করার জন্য অবতরণ করেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, মোহিনীমূর্তি

যদিও অসুরদের সত্য কথা বলছিলেন, তবুও অসুরেরা তা পরিহাস বলে মনে করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা মোহিনীমূর্তির সততা সম্বন্ধে এতই আশ্বস্ত ছিল যে, তারা তৎক্ষণাৎ সেই অমৃতভাণ্ড তাঁর হস্তে অর্পণ করেছিল, যেন তিনি সেই অমৃত নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে তা বিতরণ করতে পারতেন, ফেলে দিতে পারতেন অথবা তাদের তা না দিয়ে নিজে পান করতে পারতেন।

শ্লোক ১২

ততো গৃহীত্বামৃতভাজনং হরি-

বভাষ ঈষৎস্মিতশোভয়া গিরা ।

ষদ্যভ্যুপেতং ক্ব চ সাধ্বসাধু বা

কৃতং ময়া বো বিভজে সুধামিমাম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; অমৃত-ভাজনম্—অমৃতভাণ্ড; হরিঃ—মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান শ্রীহরি; বভাষ—বলেছিলেন; ঈষৎ—মৃদু; স্মিত-শোভয়া গিরা—স্মিত হাস্য বিভূষিত বচনে; যদি—যদি; অভ্যুপেতম্—অঙ্গীকার করে; ক্ব চ—যাই হোক; সাধু অসাধু বা—ভাল বা মন্দ; কৃতম্ ময়া—আমি যা করি; বঃ—তোমাদের; বিভজে—আমি তোমাদের উচিত ভাগ প্রদান করব; সুধাম্—অমৃত; ইমাম্—এই।

অনুবাদ

তারপর ভগবান সেই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করে, ঈষৎ হেসে মধুর বচনে বললেন—
“হে অসুরগণ, আমি অমৃত বিভাগের ব্যাপারে ভাল-মন্দ যা করি না কেন, যদি তোমরা তা অঙ্গীকার কর, তা হলে আমি এই অমৃত তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি।”

তাৎপর্য

ভগবানকে কারও আদেশ পালন করতে হয় না। তিনি যা করেন তাই পরম। অসুরেরা অবশ্য ভগবানের মায়ায় বিমোহিত হয়েছিল, এবং তাই মোহিনীমূর্তি তাদের দিয়ে অঙ্গীকার করিয়েছিলেন যে, তিনি যা করবেন তাদের তাই মেনে নিতে হবে।

শ্লোক ১৩

ইত্যভিব্যাহতং তস্যা আকর্ণ্যাসুরপুঙ্গবাঃ ।

অপ্রমাণবিদস্তস্যাস্তৎ তথৈতদ্ব্যমংসত ॥ ১৩ ॥

ইতি—এইভাবে; অভিব্যাহতম্—উক্ত বাক্য; তস্যাঃ—তঁার; আকর্ণ্য—শ্রবণ করে; অসুর-পুঙ্গবাঃ—অসুর নায়কগণ; অপ্রমাণ-বিদঃ—যেহেতু তারা সকলেই ছিল মূর্খ; তস্যাঃ—তঁার; তৎ—সেই বাক্য; তথা—তাই হোক; ইতি—এইভাবে; অব্যমংসত—অনুমোদন করেছিল।

অনুবাদ

অসুর-নায়কেরা বিচক্ষণ ছিল না। তাই মোহিনীমূর্তির সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করে, “হ্যাঁ, তুমি যা বলেছ তাই ঠিক”, এই বলে তারা তঁার বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪-১৫

অথোপোষ্য কৃতস্নানা হুত্বা চ হবিষানলম্ ।

দত্ত্বা গোবিপ্রভূতেভ্যঃ কৃতস্বস্ত্যয়না দ্বিজৈঃ ॥ ১৪ ॥

যথোপজোষং বাসাংসি পরিধায়াহতানি তে ।

কুশেষু প্রাবিশন্ সৰ্বে প্রাগ্গ্রেষুভিভূষিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অথ—তারপর; উপোষ্য—উপবাস করে; কৃত-স্নানাঃ—স্নান করে; হুত্বা—আহুতি নিবেদন করে; চ—ও; হবিষা—ঘৃতের দ্বারা; অনলম্—অগ্নিতে; দত্ত্বা—দান করে; গো-বিপ্র-ভূতেভ্যঃ—গাভী, ব্রাহ্মণ এবং জীবদের; কৃত-স্বস্ত্যয়নাঃ—শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করে; দ্বিজৈঃ—ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে; যথা-উপজোষম্—স্ব-স্ব রুচি অনুসারে; বাসাংসি—বসন; পরিধায়—পরিধান করে; আহতানি—উত্তম এবং নতুন; তে—তঁারা সকলে; কুশেষু—কুশাসনে; প্রাবিশন্—উপবেশন করে; সৰ্বে—তঁারা সকলে; প্রাক্-অগ্রেষু—পূর্বমুখী হয়ে; অভিভূষিতাঃ—যথাযথভাবে অলঙ্কৃত হয়ে।

অনুবাদ

দেবতা এবং অসুরেরা উপবাস করে স্নান করেছিল, এবং তারপর ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে গাভী, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের সদস্যদের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য এবং শূদ্রদের যথাযোগ্য উপহার প্রদান করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে দেবতা এবং অসুরেরা শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন। তারপর তাঁদের নিজের নিজের রুচি অনুসারে তাঁরা নতুন বস্ত্র পরিধানপূর্বক অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত হয়ে পূর্বাভিমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে গঙ্গা, যমুনা অথবা সমুদ্রে স্নান করে শুদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তারপর অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দিয়ে সেই শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়। এই শ্লোকে পরিধায়াহতানি পদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ন্যাসী বা অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সেলাই করা কাপড় পরা উচিত নয়।

শ্লোক ১৬-১৭

প্রাঙ্খুখেষুপবিষ্টেষু সুরেষু দিতিজেষু চ ।

ধূপামোদিতশালায়াং জুষ্টায়াং মাল্যদীপকৈঃ ॥ ১৬ ॥

তস্যাম্ নরেন্দ্র করভোরুরুশদুকুল-

শ্রোণীতটালসগতির্মদবিহুলাক্ষী ।

সা কৃজতী কনকনুপুরসিঞ্জিতেন

কুস্তস্তনী কলসপাণিরথাবিবেশ ॥ ১৭ ॥

প্রাঙ্-মুখেষু—পূর্ব অভিমুখী; উপবিষ্টেষু—স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট হয়ে; সুরেষু—সমস্ত দেবতারা; দিতি-জেষু—দৈত্যেরা; চ—ও; ধূপ-আমোদিত-শালায়াং—ধূপের ধোঁয়ায় আমোদিত সভাস্থলে; জুষ্টায়াং—সুশোভিত; মাল্য-দীপকৈঃ—ফুলের মালা, দীপ আদির দ্বারা; তস্যাম্—সেই স্থানে; নর-ইন্দ্র—হে রাজন; করভ-উরুঃ—হাতির গুঁড়ের মতো সুডৌল উরু সমন্বিত; উশৎ-দুকুল—অত্যন্ত সুন্দর বসনে সজ্জিতা; শ্রোণী-তট—গুরু নিতম্বের ফলে; অলস-গতিঃ—মহুর গতি; মদ-বিহুল-অক্ষী—যৌবনের গর্বে বিহুল যাঁর চক্ষু; সা—তিনি; কৃজতী—কিঙ্কিনী ধ্বনি; কনক-নুপুর—স্বর্ণনুপুরের; সিঞ্জিতেন—শব্দের দ্বারা; কুস্তস্তনী—কলসের মতো স্তন সমন্বিতা রমণী; কলস-পাণিঃ—অমৃতকলস হস্তে; অথ—এইভাবে; আবিবেশ—সেই সভাস্থলীতে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, ফুলের মালা, দীপ আদির দ্বারা সুশোভিত এবং ধূপের সৌরভে আমোদিত সভাগৃহে দেবতা এবং দানবেরা পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন করেছিলেন। তখন অত্যন্ত সুন্দর বসনে আবৃত, গুরু নিতম্বের ভারে মন্তুর গতি, মদবিহুল নয়না, কুন্তসদৃশ স্তন এবং হাতির গুঁড়ের মতো সুডৌল উরু সমন্বিতা মোহিনী অমৃতকলস হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

তাং শ্রীসখীং কনককুণ্ডলচারুকর্ণ-

নাসাকপোলবদনাং পরদেবতাখ্যাম্ ।

সংবীক্ষ্য সংমুমুহুরুৎস্মিতবীক্ষণেন

দেবাসুরা বিগলিতস্তনপট্টিকান্তাম্ ॥ ১৮ ॥

তাম্—তাকে; শ্রী-সখীম্—লক্ষ্মীদেবীর সহচরীর মতো; কনক-কুণ্ডল—স্বর্ণকুণ্ডল; চারু—অত্যন্ত সুন্দর; কর্ণ—কর্ণ; নাসা—নাসিকা; কপোল—কপোল; বদনাম্—মুখ; পরদেবতা-আখ্যাম্—সেইরূপে আবির্ভূত ভগবানকে; সংবীক্ষ্য—তাকে দর্শন করে; সংমুমুহুঃ—তারা সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন; উৎস্মিত—স্মিতহাস্য; বীক্ষণেন—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; দেব-অসুরাঃ—দেবতা এবং অসুরেরা; বিগলিত-স্তন-পট্টিক-অন্তাম্—তাঁর স্তন থেকে তাঁর শাড়ির প্রান্তভাগ ঈষৎ খসে পড়েছিল।

অনুবাদ

তাঁর অত্যন্ত সুন্দর নাক, কপোল এবং স্বর্ণকুণ্ডলে শোভিত কর্ণ তাঁর মুখমণ্ডলকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করেছিল। তাঁর চলার সময় তাঁর স্তন থেকে শাড়ির প্রান্তভাগ ঈষৎ খসে পড়েছিল। দেবতা এবং দানবেরা তাঁকে দর্শন করে তাঁর ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে মন্তব্য করেছেন যে, মোহিনীমূর্তি ভগবানের স্ত্রীরূপ এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁর সহচরী। ভগবানের এই রূপ লক্ষ্মীদেবীর রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। লক্ষ্মীদেবী অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু ভগবান যখন স্ত্রীরূপ ধারণ করেন, তখন তাঁর সৌন্দর্য লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। এমন নয়

যে, লক্ষ্মীদেবী নারী হওয়ার ফলে সব চাইতে সুন্দরী। ভগবান এতই সুন্দর যে, তিনি যখন স্ত্রীরূপ ধারণ করেন, তখন তাঁর সৌন্দর্য যে কোন লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে।

শ্লোক ১৯

অসুরাণাং সুধাদানং সর্পাণামিব দুর্নয়ম্ ।

মত্বা জাতিনৃশংসানাং ন তাং ব্যভজদচ্যুতঃ ॥ ১৯ ॥

অসুরাণাম্—অসুরদের; সুধা-দানম্—অমৃত দান; সর্পাণাম্—সর্পদের; ইব—সদৃশ; দুর্নয়ম্—অন্যায়; মত্বা—সেই কথা মনে করে; জাতি-নৃশংসানাম্—যারা স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রুর; ন—না; তাম্—অমৃত; ব্যভজৎ—ভাগ প্রদান করেছিলেন; অচ্যুতঃ—অচ্যুত ভগবান।

অনুবাদ

অসুরেরা স্বভাবতই সর্পের মতো ক্রুর। তাদের অমৃত দান করা সর্পকে দুঃখদান করার মতোই অন্যায় বলে বিবেচনা করে অচ্যুত ভগবান অসুরদের অমৃতে ভাগ প্রদান করলেন না।

তাৎপর্য

বলা হয়, সর্পঃ ক্রুরঃ খলঃ ক্রুরঃ সর্পাঃ ক্রুরতরঃ খলঃ—“সর্প নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ক্রুর, কিন্তু খলস্বভাব ব্যক্তি সর্পের থেকেও ক্রুরতর।” মন্ত্রৌষধিবিশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবাহ্যতে—“মন্ত্র এবং ওষধির দ্বারা সর্পকে বশীভূত করা যায়, কিন্তু খল ব্যক্তিকে কোন উপায়েই বশীভূত করা যায় না।” এই ন্যায় অনুসারে, ভগবান অসুরদের অমৃত দান করা অনুচিত বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ২০

কল্পয়িত্বা পৃথক্ পঙ্ক্তীরুভয়েষাং জগৎপতিঃ ।

তাংশোচাপবেশয়ামাস স্বেষু স্বেষু চ পঙ্ক্তিষু ॥ ২০ ॥

কল্পয়িত্বা—আয়োজন করে; পৃথক্ পঙ্ক্তীঃ—ভিন্ন পঙ্ক্তি; উভয়েষাম্—দেবতা এবং দানব উভয়ের; জগৎপতিঃ—ব্রহ্মাণ্ডপতি; তান্—তাঁরা সকলে; চ—এবং;

উপবেশয়াম্ আস—উপবেশন করেছিলেন; স্বেষু স্বেষু—তাদের নিজ নিজ স্থানে;
চ—ও; পঙ্ক্তিষু—পঙ্ক্তিতে।

অনুবাদ

মোহিনীমূর্তিরূপী জগৎপতি ভগবান দেবতা এবং দানবদের স্থিতি অনুসারে তাঁদের
ভিন্ন ভিন্ন পঙ্ক্তিতে উপবেশন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

দৈত্যান্ গৃহীতকলসো বঞ্চয়ন্নুপসঞ্চরৈঃ ।

দূরস্থান্ পায়য়ামাস জরামৃত্যুহরাং সুধাম্ ॥ ২১ ॥

দৈত্যান্—অসুরদের; গৃহীত-কলসঃ—অমৃতকলস হস্তে ভগবান; বঞ্চয়ন্—বঞ্চনা
করে; উপসঞ্চরৈঃ—মধুর বাক্যের দ্বারা; দূর-স্থান্—দূরে উপবিষ্ট দেবতাদের; পায়য়াম্
আস—পান করিয়েছিলেন; জরা-মৃত্যু-হরাম্—জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু হরণকারী;
সুধাম্—অমৃত।

অনুবাদ

ভগবান অমৃতকলস হাতে নিয়ে প্রথম অসুরদের কাছে গিয়েছিলেন এবং মধুর
বাক্যের দ্বারা তাদের প্রসন্নতা বিধান করে অমৃত থেকে বঞ্চনা করেছিলেন।
তারপর তিনি দূরে উপবিষ্ট দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে জরা, বার্ধক্য এবং
মৃত্যু থেকে মুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান দেবতাদের দূরে উপবেশন করিয়েছিলেন। তারপর তিনি
অসুরদের কাছে গিয়ে অত্যন্ত মধুর বাক্যে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এবং
তার ফলে তারা নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করেছিল। যেহেতু
মোহিনীমূর্তি দেবতাদের দূরে বসিয়েছিলেন, তাই অসুরেরা মনে করেছিল যে,
মোহিনীমূর্তি তাদের প্রতি এত প্রসন্ন হয়েছেন যে, তিনি তাদেরই সমস্ত অমৃত
দান করবেন, এবং দেবতাদের ভাগ্যে হয়ত একটুও অমৃত জুটবে না।
বঞ্চয়ন্নুপসঞ্চরৈঃ পদটি ইঙ্গিত করে যে, মধুর বাক্যের দ্বারা অসুরদের বঞ্চনা করাই
ভগবানের পরিকল্পনা ছিল। ভগবান কেবল দেবতাদেরই সেই অমৃত দান করতে
চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

তে পালয়ন্তঃ সময়মসুরাঃ স্বকৃতং নৃপ ।

তুষ্টীমাসন্ কৃতস্নেহাঃ স্ত্রীবিবাদজুগুপ্সয়া ॥ ২২ ॥

তে—অসুরেরা; পালয়ন্তঃ—পালন করে; সময়ম্—সমতা; অসুরাঃ—অসুরেরা; স্ব-
কৃতম্—তারা করেছিল; নৃপ—হে রাজন; তুষ্টীমাসন্—নীরব ছিল; কৃত-স্নেহাঃ—
মোহিনীমূর্তির প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে; স্ত্রী-বিবাদ—একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে
বিবাদ করা; জুগুপ্সয়া—গর্হিত বলে মনে করার ফলে।

অনুবাদ

হে রাজন, অসুরেরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সেই রমণী ন্যায় অন্যায় যা-ই করুক
না কেন, তাই তারা অনুমোদন করবে। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য, তাদের
সাম্যভাব প্রদর্শন করার জন্য এবং একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করা গর্হিত
বলে, তারা নীরব ছিল।

শ্লোক ২৩

তস্যাং কৃতাতিপ্রণয়াঃ প্রণয়াপায়কাতরাঃ ।

বহুমানেন চাবদ্ধা নোচুঃ কিঞ্চন বিপ্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥

তস্যাম্—মোহিনীমূর্তির; কৃত-অতি-প্রণয়াঃ—গভীর অনুরাগের ফলে; প্রণয়-অপায়-
কাতরাঃ—তাদের প্রণয় ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে; বহু-মানেন—গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মান
সহকারে; চ—ও; আবদ্ধাঃ—তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; ন—না; উচুঃ—তারা
বলেছিল; কিঞ্চন—অতি স্বল্পমাত্রায়ও; বিপ্রিয়ম্—যার ফলে মোহিনীমূর্তি তাদের
প্রতি অপ্রসন্ন হতে পারে।

অনুবাদ

অসুরেরা মোহিনীমূর্তির প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিল এবং তাঁর প্রতি তাদের এক
প্রকার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল। তাই তাদের ভয় ছিল যাতে সেই সম্পর্ক নষ্ট
হয়ে না যায়। সেইজন্য তারা তাঁর বাক্যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে
কিছু বলেনি।

তাৎপর্য

অসুরেরা মোহিনীমূর্তির ছলনা এবং প্রীতিপূর্ণ বাক্যে এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে, প্রথমে দেবতাদের অমৃত পরিবেশন করা হলেও তারা কোন প্রতিবাদ করেনি। ভগবান অসুরদের বলেছিলেন, “দেবতারা অত্যন্ত কৃপণ এবং অমৃত পানের জন্য অত্যন্ত উৎসুক, তাই আমি প্রথমে তাদেরই অমৃত দেব। যেহেতু তোমরা তাদের মতো নও, তাই তোমরা একটু অপেক্ষা কর। তোমরা সকলেই মহাবীর এবং আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ। তাই দেবতাদের পান না করা পর্যন্ত তোমাদের পক্ষে অপেক্ষা করাই শ্রেয়স্কর।”

শ্লোক ২৪

দেবলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ স্বর্ভানুর্দেবসংসদি ।

প্রবিষ্টঃ সোমমপিবচ্চন্দ্রার্কভ্যাং চ সূচিতঃ ॥ ২৪ ॥

দেব-লিঙ্গ-প্রতিচ্ছন্নঃ—দেবতাদের বেশ ধারণ করে নিজের পরিচয় গোপন করে; স্বর্ভানুঃ—রাহু (যে সূর্য ও চন্দ্রকে আক্রমণ ও গ্রাস করে থাকে); দেব-সংসদি—দেবতাদের পঙ্ক্তিতে; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; সোমম্—অমৃত; অপিবৎ—পান করেছিল; চন্দ্র-অর্কাভ্যাম্—চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের দ্বারা; চ—এবং; সূচিতঃ—প্রকাশ করেছিলেন।

অনুবাদ

চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে যে রাহু, সে দেবতাদের বেশ ধারণ করে নিজের পরিচয় গোপন রেখে দেবতাদের পঙ্ক্তিতে প্রবেশ করেছিল এবং সকলের অলক্ষ্যে এমন কি ভগবানেরও অলক্ষ্যে অমৃত পান করেছিল। কিন্তু চন্দ্র এবং সূর্য রাহুর প্রতি তাঁদের স্থায়ী শত্রুতাবশত তা বুঝতে পেরেছিলেন। তার ফলে রাহুর এই প্রতারণা ধরা পড়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবান মোহিনীমূর্তি সমস্ত অসুরদের মোহিত করেছিলেন, কিন্তু রাহু এতই চতুর যে, ভগবান তাকে মোহিত করতে পারেননি। রাহু বুঝতে পেরেছিল যে, মোহিনীমূর্তি অসুরদের প্রতারণা করছেন এবং তাই সে তার বেশ পরিবর্তন করে, দেবতাদের ছদ্মবেশে দেবতাদের পঙ্ক্তিতে উপবেশন করেছিল। এখানে প্রশ্ন হতে পারে ভগবান কেন রাহুকে চিনতে পারলেন না। তার কারণ হচ্ছে যে, ভগবান অমৃত পানের প্রভাব প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে

প্রকাশিত হবে। চন্দ্র এবং সূর্য কিন্তু সর্বদাই রাহু সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই রাহু যখন দেবতাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তখন চন্দ্র এবং সূর্য তাকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে ভগবানও তার সম্পর্কে সতর্ক হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

চক্রেণ ক্ষুরধারেণ জহার পিবতঃ শিরঃ ।

হরিস্তস্য কবন্ধস্ত সুধয়াপ্লাবিতোহপতৎ ॥ ২৫ ॥

চক্রেণ—চক্রের দ্বারা; ক্ষুর-ধারেণ—ক্ষুরের মতো ধারালো; জহার—কেটে ফেলেছিলেন; পিবতঃ—অমৃত পান করার সময়; শিরঃ—মস্তক; হরিঃ—ভগবান; তস্য—সেই রাহুর; কবন্ধঃ তু—কিন্তু সেই মস্তকহীন দেহ; সুধয়া—অমৃতের দ্বারা; অপ্লাবিতঃ—স্পৃষ্ট না হয়ে; অপতৎ—তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি তাঁর ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক ছেদন করেছিলেন। রাহুর মস্তক যখন তার দেহ থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তখন সে অমৃত গলাধঃকরণ করতে না পারার ফলে, তার দেহ অমৃতের স্পর্শ লাভ করতে পারেনি, এবং তার ফলে তা অমৃত লাভ করেনি।

তাৎপর্য

ভগবান মোহিনীমূর্তি যখন রাহুর মস্তক তার দেহ থেকে ছিন্ন করেছিলেন, তখন তার মস্তকটি জীবিত ছিল কিন্তু দেহটির মৃত্যু হয়েছিল। রাহু যখন অমৃত পান করছিল, তখন সেই অমৃত গলাধঃকরণ করার পূর্বেই ভগবান তার মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে রাহুর মস্তক জীবিত ছিল, কিন্তু দেহটির মৃত্যু হয়েছিল। অমৃতের অলৌকিক প্রভাব প্রদর্শন করার জন্য ভগবান এই অদ্ভুত কার্যটি করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

শিরস্ত্বমরতাং নীতমজো গ্রহমটীকুপৎ ।

যন্ত পর্বণি চন্দ্রার্কাবভিধাবতি বৈরধীঃ ॥ ২৬ ॥

শিরঃ—মস্তক; তু—অবশ্যই; অমরতাম্—অমরত্ব; নীতম্—লাভ করে; অজঃ—ব্রহ্মা; গ্রহম্—একটি গ্রহরূপে; অটীকুপৎ—স্বীকার করেছিলেন; যঃ—সেই রাহু;

তু—বস্তুতপক্ষে; পর্বনি—পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা; চন্দ্র-অর্কৌ—চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের প্রতি; অভিধাবতি—ধাবিত হয়; বৈর-ঈঃ—শত্রুতাবশত।

অনুবাদ

রাহুর মস্তক অমৃতের স্পর্শ লাভ করার ফলে অমর হয়েছিল। তাই ব্রহ্মা রাহুর মস্তককে একটি গ্রহরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রাহু যেহেতু চন্দ্র এবং সূর্যের চিরশত্রু, তাই সে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র এবং সূর্যের প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

রাহু যেহেতু অমরত্ব লাভ করে, তাই ব্রহ্মা তাকে চন্দ্র এবং সূর্যের মতো একটি গ্রহরূপে স্বীকৃতি দান করেছিলেন। রাহু কিন্তু চন্দ্র এবং সূর্যের চিরশত্রু হওয়ার ফলে, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা তিথিতে সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করে।

শ্লোক ২৭

পীতপ্রায়েহমৃতে দেবৈর্ভগবান্ লোকভাবনঃ ।

পশ্যাতামসুরেন্দ্ৰাণাং স্বং রূপং জগৃহে হরিঃ ॥ ২৭ ॥

পীত-প্রায়ে—পান করা প্রায় সমাপ্ত হলে; অমৃতে—অমৃত; দেবৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; ভগবান্—মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান; লোক-ভাবনঃ—ত্রিভুবনের পালনকর্তা এবং শুভাকাঙ্ক্ষী; পশ্যাতাম্—উপস্থিতিতে; অসুর-ইন্দ্রাণাম্—অসুরশ্রেষ্ঠদের; স্বম্—স্বীয়; রূপম্—রূপ; জগৃহে—প্রকাশ করেছিলেন; হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

দেবতাদের অমৃত পান সমাপ্ত হলে, ত্রিভুবনের পরম সুহৃদ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবান অসুরশ্রেষ্ঠদের সমক্ষেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকাল-

হেত্বর্থকর্মমতয়োহপি ফলে বিকল্পাঃ ।

তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাপু-

র্যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণাম্ দৈত্যাঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; সুর—দেবতাগণ; অসুর-গণাঃ—এবং অসুরগণ; সম—সমান; দেশ—স্থান; কাল—কাল; হেতু—কারণ; অর্থ—উদ্দেশ্য; কর্ম—কার্যকলাপ; মতয়ঃ—অভিলাষ; অপি—যদিও এক; ফলে—ফলে; বিকল্পাঃ—সমান নয়; তত্র—তার ফলে; অমৃতম্—অমৃত; সুর-গণাঃ—দেবতাগণ; ফলম্—ফল; অঞ্জসা—অনায়াসে, পূর্ণরূপে বা প্রত্যক্ষভাবে; আপুঃ—লাভ করেছিলেন; যৎ—যেহেতু; পাদ-পঙ্কজ—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; রজঃ—রেণু; শ্রয়ণাৎ—আশীর্বাদ লাভ করার ফলে বা আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে; ন—না; দৈত্যাঃ—অসুরগণ।

অনুবাদ

যদিও দেবতা এবং অসুরদের উভয়ের ক্ষেত্রেই স্থান, কাল, কারণ, উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ এবং মতাদর্শ একই ছিল, তবুও দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন হয়েছিল। দেবতারা সর্বদা ভগবানের পাদপদ্মরেণুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে, তাঁরা অনায়াসে অমৃতরূপ ফল লাভ করেছিলেন; কিন্তু অসুরেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করায়, তাদের ঈর্ষিত ফল লাভ করতে পারেনি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) বলা হয়েছে, যে যথা মাং প্রদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—ভগবান হচ্ছেন পরম বিচাবক, যিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মানুষের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে তাদের পুরস্কৃত করেন অথবা দণ্ডদান করেন। তাই দেখা যায় যে, কর্মী এবং ভক্তেরা একই স্থানে, একই সময়ে, একই শক্তি এবং মতাদর্শ নিয়ে কাজ করলেও তারা ভিন্ন ফল প্রাপ্ত হয়। কর্মীরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত হয়, কখনও তারা উচ্চলোকে যায় এবং কখনও নিম্নলোকে, এইভাবে তারা কর্মচক্রে তাদের কর্মের ফল ভোগ করে। ভক্তেরা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার ফলে, কখনও তাঁদের প্রচেষ্টায় অসফল হন না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভক্তেরা কর্মীদের মতো কার্য করলেও তাঁরা তাঁদের প্রতিটি প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। অসুর অথবা নাস্তিকদের নিজেদের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু তারা দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করলেও তাদের ভাগ্যের অধিক কিছুই প্রাপ্ত হয় না। ভক্তেরা কিন্তু কোন রকম প্রয়াস ব্যতীতই, কর্মফলের অতীত আশ্চর্যজনক ফল লাভ করে। কথায় বলে ফলেন পরিচীযতে—কর্মের সাফল্য বা ব্যর্থতা ফলের দ্বারাই বোঝা যায়। ভক্তের বেশে বহু কর্মী রয়েছে, কিন্তু ভগবান তাদের উদ্দেশ্য জানেন। কর্মীরা তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ভগবানের সম্পত্তি ব্যবহার করে, কিন্তু

ভক্তেরা ভগবানের সম্পত্তি ভগবানের সেবাতেই কেবল ব্যবহার করার প্রচেষ্টা করেন। তাই, ভক্ত সর্বদাই কর্মীদের থেকে পৃথক, যদিও কর্মীরা কখনও কখনও ভক্তের বেশ ধারণ করতে পারে। ভগবদ্গীতায় (৩/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ। যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর জন্য কর্ম করেন, তিনি এই জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত, এবং তিনি তার দেহত্যাগ করার পর ভগবদ্ধামে ফিরে যান। কর্মীরা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভক্তের মতো কর্ম করলেও তাদের অভক্তিময় কার্যকলাপের বন্ধনে জড়িয়ে থাকে, এবং তার ফলে সংসার-দুঃখ ভোগ করে। এইভাবে কর্মী এবং ভক্তেরা যেভাবে ফল ভোগ করে, তা থেকে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়, যিনি কর্মী এবং জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে ভক্তদের থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার তাই বলেছেন—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব ‘শান্ত’।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি ‘অশান্ত’ ॥

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভোগের আকাঙ্ক্ষী কর্মী, ব্রহ্মে লীন হয়ে মুক্তি লাভের অভিলাষী জ্ঞানী এবং যোগসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষী যোগী এরা সকলেই অশান্ত এবং তাই তারা মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু ভক্ত, যাঁর কোন ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষা নেই এবং যাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে ভগবানের মহিমা প্রচার করা, তিনি কঠোর পরিশ্রম ব্যতীতই ভক্তিয়োগের সমস্ত শুভ ফল লাভ করেন।

শ্লোক ২৯

যদ্ যুজ্যতেহসুবসুকর্মমনোবচোভি-

দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্কাৎ ।

তৈরেব সত্ত্বতি যৎ ক্রিয়তেহপৃথক্কাৎ

সর্বস্য তত্ত্বতি মূলনিষেচনং যৎ ॥ ২৯ ॥

যৎ—যা কিছু; যুজ্যতে—অনুষ্ঠিত হয়; অসু—জীবন রক্ষার জন্য; বসু—ধন রক্ষার জন্য; কর্ম—কার্যকলাপ; মনঃ—মনের কার্যকলাপের দ্বারা; বচোভিঃ—বাণীর কার্যের দ্বারা; দেহ-আত্মজ-আদিষু—নিজের দেহ অথবা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের জন্য; নৃভিঃ—মানুষদের দ্বারা; তৎ—তা; অসৎ—অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী; পৃথক্কাৎ—ভগবানের থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে; তৈঃ—সেই কার্যকলাপের দ্বারা;

এব—বস্তুতপক্ষে; সম্ভবতি—সৎ বা চিরস্থায়ী হয়; যৎ—যা; ক্রিয়তে—অনুষ্ঠিত হয়; অপৃথক্কাৎ—বিচ্ছিন্ন না হওয়ার ফলে; সর্বস্য—সকলের জন্য; তৎ ভবতি—লাভজনক হয়; মূল-নিষেচনম্—ঠিক গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার মতো; যৎ—যা।

অনুবাদ

মানব-সমাজে বাক্য, মন এবং কর্মের দ্বারা ধন এবং প্রাণ রক্ষা করার জন্য নানা রকম কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই সবই অনুষ্ঠিত হয় নিজের অথবা দেহ সম্পর্কিত বিস্তৃত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য। এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবদ্ভক্তি থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সেই কার্যকলাপই যখন ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন তার লাভজনক ফল সকলেই ভোগ করে, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত গাছটিতেই জল দেওয়া হয়।

তাৎপর্য

এটিই জড় কার্যকলাপ এবং কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের পার্থক্য। সারা জগৎ জুড়ে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত সকলেই সক্রিয়। কিন্তু ভক্ত ব্যতীত অন্য সকলের কার্যকলাপ চরমে ব্যর্থ হয় এবং সময় ও শক্তির অপচয়ে পর্যবসিত হয়। মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ—কেউ যদি ভক্ত না হয়, তা হলে তার আশা, তার কার্যকলাপ এবং তার জ্ঞান সবই ব্যর্থ হয়। অভক্ত তার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কার্য করে অথবা তার পরিবার, সমাজ, জাতি অথবা রাষ্ট্রের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কার্য করে, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান থেকে ভিন্ন, তাই সেগুলিকে অসৎ বলে বিবেচনা করা হয়। অসৎ শব্দটির অর্থ খারাপ অথবা অনিত্য, এবং সৎ শব্দটির অর্থ ভাল এবং নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের সম্ভৃতি বিধানের জন্য যে সমস্ত কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় তা নিত্য এবং সৎ, কিন্তু অসৎ কার্যকলাপ কখনও কখনও পরোপকার, পরার্থবাদ, জাতীয়তাবাদ, এই ‘মতবাদ’ অথবা ঐ ‘মতবাদ’ রূপে খ্যাতি লাভ করলেও তার দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না এবং তাই সেই সবই অসৎ। কিন্তু কৃষ্ণভক্তির স্বল্প প্রয়াসও নিত্য শুভ এবং সর্বমঙ্গলময়, কারণ তা সর্বমঙ্গলময়, ও সকলের সুহৃদ (সুহৃদং সর্বভূতানাম্) ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত। ভগবান সব কিছুর একমাত্র ভোক্তা এবং অধীশ্বর (ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্)। তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে যে কর্মই সম্পাদিত হয়, তা নিত্য। এই প্রকার কার্যকলাপ যিনি সম্পাদন করেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ ভগবানের স্বীকৃতি লাভ করেন। ন চ তস্মান্ মনুষ্যেষু কশ্চিন্

মে প্রিয়কৃতমঃ। ভগবান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার ফলে, এই প্রকার ভক্ত তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্থিতি লাভ করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত বলে মনে হতে পারে। জড় কার্যকলাপ এবং চিন্ময় কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জড় কার্যকলাপ কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু চিন্ময় কার্যকলাপ ভগবানের অপ্ৰাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। চিন্ময় কার্যকলাপের ফলে সকলেরই বাস্তুবিক লাভ হয়, কিন্তু জড় কার্যকলাপের ফলে কারোরই কোন লাভ হয় না, পক্ষান্তরে তারা কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'মোহিনীমূর্তিরূপে ভগবানের অবতার' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।